

একটানা ৪৩৯৯ দিন! ইতিহাসের দৌরগোড়ায় মোদি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৫ জুনঃ আরও একটি সাফল্যের পালক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র মুকুটে। ১০ জুন ঐতিহাসিক মাইলফলক গড়বেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। একটানা ৪৩৯৯ দিন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। এর সঙ্গেই তিনি টপকে যাবেন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু-র রেকর্ডকে। স্বাধীন্তার পর ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহেরু। মোট ৪৩৯৮ দিন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। এবার ৬২ বছরের সেই রেকর্ড ভাঙতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। ১০ জুন তার



প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ৪৩৯৯ দিন পূরণ হবে। এর আগে ২০২৫ সালে ইন্দিরা গান্ধির একটানা সবথেকে দীর্ঘ সময় প্রধানমন্ত্রী থাকার রেকর্ডও ভাঙেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনিই প্রথম অ-কংগ্রেসী নেতা, যিনি কেন্দ্রে একটানা দুইবার সরকারের পূর্ণ মেয়াদ সম্পূর্ণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদির এই সাফল্য আরও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ১৯৫০-র দশকে যখন জওহরলাল নেহেরু প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন দেশের জনসংখ্যা ৬৪ কোটি ছিল। আর এখন দেশের জনসংখ্যা ১৪৬ কোটি। নেহেরু যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন কংগ্রেস জমানা ছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদির আমলে বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। সর্বক্ষণ মিডিয়ার নজরদারির অধীনে থাকতে হয় এখন। শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য-সমস্ত ক্ষেত্রেই বদল এসেছে। ২০১৪ সালে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই দেশের মানুষদের উন্নয়ন থেকে শুরু করে পরিকাঠামোর উন্নয়ন, জাতীয় নিরাপত্তা মজবুত করার মতো গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। আইআইটি, আইআইএম, আইমসের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে মোদির আমলে।

ছাত্রের মৃত্যুতে বড় পদক্ষেপ শুভেন্দু-টিমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জুনঃ স্কুলের চরম গাফিলতির জেরে প্রাণ গিয়েছে তৃতীয়া শ্রেণির এক ছাত্রের। আর এই ঘটনার ১২ দিন কেটে গেলেও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার না করায়, এবার বিচারের আশায় সরাসরি শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হতে চলেছেন মৃত ছাত্রের পরিবার। শুক্রবার সপ্তকেন্দ্রের রাজ্য বিজেপি দফতরে এসে পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্কিন্ততার অভিযোগ জানান মৃত ছাত্রের বাবা আশিস কুমার নাথ। ঘটনার সূত্রপাত গত ১৬ মে। কলকাতার বাঁশজোড়ীর ‘মহাখম্বি বিদ্যামন্দির’ স্কুলে আমদাকই আত্মহু হয়ে পড়ে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র আয়ুষ কুমার নাথ। পরিবারের অভিযোগ, ষষ্ঠ পিরিড পর্বত আয়ুষের অসুস্থতার কথা জানা সত্ত্বেও কোনও ফ্রেসকপ করেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ। উল্টে দীর্ঘক্ষণ তাকে ছেঁদনের বেঞ্চে বসিয়ে রাখা হয়। ছুটির পর স্কুল থেকে ফেরেনোর সময় সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর চোট পায় আয়ুষ। এগুণইই আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে একাধিক হাসপাতালে যোগানো হয়। নানা ১১ দিন কোমায় থাকার পর, গত ২৪ মে মৃত্যু হয় ৯ বছরের আয়ুষের। জেলের মৃত্যুর পর ২৪ মে নেতাজিনগর থানায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আশিসবাবু। ২৬ মে স্কুলের সামনে ক্ষুর অভিভাবকরা পুলিশ ও পথঅসুবিধা করলে, বিজ্ঞপ্তি উল্টে অভিভাবকদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং মিথ্যা মামলায় ফাসায় বলে অভিযোগ। ঘটনার ১২ দিন পেরিয়ে গেলেও পুলিশ নিষ্কিন্ত্যতার প্রতিবাদে আজ বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে দেখা করেন ছাত্রের বাবা। লকেট চট্টোপাধ্যায় এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন, “অবিলম্বে বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর জানানো হবে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দেখাযেদের গ্রেফতার করা না হলে বিজেপি নেতৃত্ব থানায় গিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানানো।” রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি পরিবারের পাশে থাকার এবং পূর্ণ সুবিচারের আশ্বাস দেন।

রাজ্যজুড়ে রোপণ করা হবে ১ কোটি ১০ লক্ষ গাছ! ‘একটি গাছ মায়ের নামে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জুনঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে নলবনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে একগুচ্ছ পরিবেশবাদক কর্মসূচির সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এ দিন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ‘একটি গাছ মায়ের নামে’ অভিযানের উদ্বোধন করেন। হাসপাতাল, কর্মসংস্থান, চাকরি ও বিনিয়োগের পাশাপাশি পরিবেশ ও অরণ্য রক্ষাকে বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে উল্লেখ করে একগুচ্ছ বড়সড় নীতিগত পরিবর্তনের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য জুড়ে সবুজের পরিধি বাড়াতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে নতুন সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য জুড়ে ১ কোটি ১০ লক্ষ গাছের চারা রোপণ করা হবে। তবে শুধু গাছ লাগানোই শেষ কথা নয়, সেগুলির যথাযথ রক্ষাব্যবস্থার ওপরও বিশেষ জোর দিয়েছেন তিনি, যাতে প্রতিটি চারাগাছ ভবিষ্যতে মহীরাহে পরিণত হতে পারে। পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বড় নিয়মের কথা ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “এখন থেকে আবাসন (হাউজিং), ক্ষুদ্র ও মাঝারি

শিল্প, যে কোনও সরকারি পরিকাঠামো নির্মাণ এবং জাতীয় ও রাজ্য সড়কের রূপরেখায় বাধ্যতামূলকভাবে এক-তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে গাছ লাগাতে হবে।” বৃহত্তর কলকাতার পরিবেশগত ভারসাম্য নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আকাশপথে দেখলে বোঝা যায়, বারাসত থেকে



সোনারপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে শুধু কংক্রিটের জঙ্গল তৈরি

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

হয়েছে। অতীতে নিয়ম মেনে এক-তৃতীয়াংশ বৃক্ষরোপণ করার যে কথা

বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান থাকবে এবং সবদিক খেয়াল রাখবে।” বাংলাকে সম্পূর্ণ নির্মল ও আবর্জনামুক্ত রাখতে এ দিনও ‘স্বচ্ছ অ্যাপ’-এর কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। এই অ্যাপের মাধ্যমে রাজ্যের যে কোনও সচেতন নাগরিক ছাব্বিশশের নোংরা-আবর্জনার ছবি তুলে পাঠাতে পারবেন এবং ছবি

দেবে। রাজ্যের ধর্মীয় ও ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলির পবিত্রতা রক্ষায় কড়া পদক্ষেপের বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট জানান, কাঁচাখাত, দক্ষিণেশ্বর থেকে শুরু করে সাগরদ্বীপের কপিল মুনির আশ্রমের মতো সমস্ত ‘আস্থার জায়গা’র বাইরের পরিবেশের পরিচ্ছন্নতার দিকে কড়া নজর দেওয়া হবে এবং সেই অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মনে ছোটবেলা থেকেই পরিবেশ সচেতনতার বীজ বুনে দিতে স্কুল শিক্ষায় বড় বদল আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী জানান, পড়ায়দের সিলেবাসে পরিবেশবিদ্যা এবং বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব ও পরিধি আরও বাড়ানো হবে। ছোট থেকেই যাতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে ওঠে, তা নিশ্চিত করা হবে। স্কুলগুলিতে পরিবেশ রক্ষায় ‘ইকো ক্লাব’ তৈরি করার বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হবে। যে সমস্ত বিদ্যালয় এই ইকো ক্লাব গঠন করে সক্রিয়ভাবে কাজ করবে, তাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বিশেষ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে।

বিধানসভার পর এবার কি লোকসভাতেও ভাঙন ধরবে?

মমতার ‘ব্যর্থতা’ নিয়ে মুখ খুলে পাল্টা তোপ কাকলির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জুনঃ বিধানসভার পরিষদীয় দলে ভাঙন ধরেছে আগেই। এবার কি দিল্লির সংসদীয় দলেও একই রকম ফাটল ধরতে চলেছে? গত কয়েক দিন ধরে বাংলার রাজনৈতিক অলিঙ্গদে এই জল্পনাই তীব্র হচ্ছে। সেই জল্পনার আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়ে এবার সরাসরি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ব্যর্থতা’কে কাঠগড়ায় তুলে মুখ খুললেন লোকসভার সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সোশ্যাল মিডিয়ায় স্পষ্ট ভাষায় তিনি দাবি করেছেন, পূর্বতন সরকারের নীতির বিরুদ্ধেই আসলে ভোটদান্দে রায় দিয়েছেন সাধারণ মানুষ, আর সেটাই নির্বাচনে তৃণমূলের ভর্তুকিবার আসল কারণ। গত ২ জুন ধর্মতলার ওয়াই চ্যান্যেলে ধনীয় বসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই নাম না করে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের বিরুদ্ধে তীব্র তোপ দেগেছিলেন তিনি। নেত্রীর দাবি ছিল, বিধানসভা ভাঙে কাকলির পুত্রকে টিকিট দেওয়া হয়নি বলেই তিনি এখন ‘বেসুরো’ মন্তব্য করছেন। শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ঠিক এরই পাশ্চাৎ জবাব দিয়েছেন বারাসতের সাংসদ। মমতার যুক্তি খণ্ডন করে তিনি লেখেন, “একটি রাজনৈতিক পরিবার থেকে উঠে আসা চার বারের সাংসদ, যিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে থেকে দীর্ঘ চার দশক ধরে ঐশ্বর্যচারণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, তিনি কেবল নিজের কথা ভাবেন বলে মনে হয়? এটা আসলে নীতি এবং সরকারের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে মানুষের দেওয়া রায়।” স্পষ্টভাবে এই বার্তার তির সরাসরি মমতার দিকেই। এর পাশাপাশি নিজের পোস্টে স্ক্রলশ ক্রিপ্ট করে চার্লস ম্যাকায়ের কবিতার কয়েকটি লাইনও উদ্ধৃত করেছেন কাকলি। যার মূল সারবত্তা হল, কতবোয় সংগ্রামে জড়িয়ে পড়লে না চাইতেও অনেক শত্রু তৈরি হয়ে যায়। আর যদি জানা যায় কারও কোনও শত্রু নেই, তবে বুঝতে হবে তিনি আসলে কোনও কাজই করছেন না। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে এর সরাসরি যোগের কথা কাকলি আলাদা করে উল্লেখ না করলেও, রাজনৈতিক মহল



দিতে দেখা যায় কাকলিকে, যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিস্তর জলযোগ। হয়। এর পরপরই অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে কাকলিকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাও দেওয়া হয়। স্বভাবতই বিজেপির সঙ্গে তাঁর ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা নিয়ে জল্পনা এখন তুঙ্গে। এই সামগ্রিক ডামাডোলের মাঝেই বিধানসভায় তৃণমূলের পরিষদীয় দল কার্যত দুই দলনেতা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে। কিন্তু দলের বিধায়কদের একাংশই সেই সিদ্ধান্ত মানতে চাননি। উল্টে খতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা করার আর্জি জানিয়ে স্পিকারকে চিঠি দেন তৃণমূলের ৫৯ জন বিধায়ক। বর্তমানে লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা পদে রয়েছেন অতিথিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বিধানসভার মতোই লোকসভাতেও অনেকে তাঁর নেতৃত্ব মানতে নারাজ বলে খবর। ফলে বিধানসভার সেই একই মডেল লোকসভাতেও ঢুকে পড়বে কি না এবং সেখানে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ভূমিকা ঠিক কী হবে- তা নিয়ে রহস্য দানা বাঁধছে।

শুক্র। চার দশকের আনুগত্যের জন্য আজ পুরস্কৃত হলো। বিতর্ক অবশ্য শুধু সমাজমাধ্যমে পোস্টেই থমকে থাকেনি। এর পরেই নদিয়ার কল্যাণিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ

পূর্ত, পঞ্চায়েত ও স্বাস্থ্য-সহ একাধিক দফতরের আর্থিক ক্ষমতা বাড়ান নবান



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জুনঃ রাজ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও সরকারি স্কিম রূপায়ণে গতি আনতে বড় পদক্ষেপ করল নবান। বিভিন্ন প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন এবং আর্থিক মঞ্জুরি-র প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করতে এবার বিভিন্ন প্রশাসনিক দফতরের নিজস্ব আর্থিক ক্ষমতা পুনর্মূল্যায়ন ও সংশোধন করল রাজ্য সরকারের অর্থ দফতর। শুক্রবার, ৫ জুন ২০২৬ তারিখে অর্থ দফতরের অডিট ব্রাঞ্চার (গ্রুপ টি) তরফে এই সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা বা মেমোরেন্ডাম জারি করা হয়েছে। নবান সূত্রে খবর, এর আগে গত ২০২৫ সালের জুলাই ও অক্টোবর মাসে প্রশাসনিক দফতরগুলির এই আর্থিক ক্ষমতা সংশোধন করা হয়েছিল। কিন্তু সরকারি প্রকল্পগুলি যাতে আটকে না থেকে আরও দ্রুত অনুমোদিত ও বাস্তবায়িত হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই ক্ষমতা আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন বিস্তৃতি অনুযায়ী, বিভিন্ন দফতরকে কয়েকটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে সরাসরি

আর্থিক মঞ্জুরির ক্ষেত্রে স্বাধিকার দেওয়া হয়েছে- ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত ক্ষমতা। পূর্ত দফতর, সেচ ও জলপথ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন, নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর এখন থেকে ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত মূল্যের প্রকল্পের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন সরাসরি নিজেদের স্তরেই দিতে পারবে। ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ক্ষমতা। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক এবং সুন্দরবনা বিষয়ক দফতরকে এবার থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়ার আর্থিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য দফতর। তালিকায় নির্দিষ্ট করে উল্লেখ থাকা উপরোক্ত দফতরগুলি ছাড়া বাকি সমস্ত সরকারি দফতরের ক্ষেত্রে এই আর্থিক ক্ষমতার ঊর্ধ্বসীমা করা হয়েছে ৭৫ লক্ষ টাকা। তবে নবান্নের এই নির্দেশিকায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হলেও একটি বিশেষ শর্ত বজায় রাখা হয়েছে। বিস্তৃতিতে জানানো হয়েছে, এই বর্ধিত ক্ষমতার সুবিধা নিয়ে কোনও প্রকল্পের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দফতরের ফিন্যান্সিয়াল অ্যান্ডভাইজার বা আর্থিক উপদেষ্টার সন্মতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি, দফতরগুলিকে নিজেদের নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দের বিষয়টিও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করতে হবে।

ফের উত্তপ্ত মণিপুর! অবোধে গুলিবর্ষণ, পুড়ে ছাই ঘরবাড়ি, ঘটনাস্থলেই মৃত ৩



ছাই করে দেওয়া হয়েছে একেই পর এক ঘরবাড়ি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোর ৪টে ১০ নাগাদ নিউ কেইংফেলমানবি এলাকার অন্তর্গত হাউস গ্রামে আচমকই হানা দেয় একগল দুষ্কৃতি, সঙ্গে ছিল তরী অস্ত্রসম্প্র। গোটা গ্রাম লক্ষ্য করে তারা নির্বিচারে এবং এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। আচমকা গুলির শব্দে গ্রামবাসীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তারপরই গ্রামের বাড়িগুলিতে একের পর এক আগুন লাগিয়ে দেয় হামলাকারীরা। মুহূর্তের মধ্যে বেশ কিছু বাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই অতর্কিত এবং নৃশংস হামলায় ঘটনাস্থলেই তিন জন সাধারণ গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের শনাক্ত করা গেছে। তারা হলেন - লেটখাম্বা হওকিপ, বিনেমেরি হওকিপ এবং জংনিলাল হওকিপ। এই মার্কিট হত্যাকাণ্ডের পর গোটা এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। গ্রামের ভেতর ব্যাপক গুলিবর্ষণ এবং অগ্নিসংযোগের খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় বিশাল পুলিশ ও যৌথ নিরাপত্তা বাহিনী। একাকয় পৌঁছায় অতিরিক্ত সৈন্য ও আধা-সামরিক বাহিনীও। বর্তমানে ওই গ্রামের পরিস্থিতি অত্যন্ত খমখমে এবং চাপা উত্তেজনা রয়েছে। আর যাতে কোনওভাবে নতুন করে হিংসা না ছড়ায়, তার জন্য পুরো এলাকাটি ঘিরে রেখেছে জওয়ানেরা। শুরু হয়েছে কড়া পুলিশি টহলদারি। এই হামলার দায় এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা উগ্রপন্থী সংগঠন স্বীকার করেনি।

চন্দ্রনাথ-খুনে এবার গ্রেফতার উত্তরপ্রদেশের গোলু সিং

সংবাদ সংস্থা, বালিয়া, ৫ জুনঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রাঙ্কন আগু সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ হত্যা মামলার উত্তরপ্রদেশের বালিয়া থেকে একজনকে গ্রেফতার করল সিবিআই। ধূসের নাম গোলু সিং এরকে টাইগার। সূত্রের খবর, বালিয়া থেকে গ্রেফতার হওয়া এই গোলুকে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় আনছেন তদন্তকারীরা। এর আগে সিবিআই উত্তরপ্রদেশের বালিয়ার বাসিন্দা রাজকুমার সিংকে মুজফফরনগর থেকে গ্রেফতার করেছিল। রাজকুমার সিংয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মৌনু একটি পুরনো গ্যাংস্টার আশ্রম মামলায় বালিয়া আদালতে আত্মসমর্পণ করে। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই সিবিআই তার বন্ধু গোলু সিংকে গ্রেফতার করে। শুভেন্দু অধিকারীর আগু সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনে তদন্তভার নিয়েছে সিবিআই। এই ঘটনায় পুনরায় মামলা দায়ের করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। সেই সঙ্গে সিবিআইয়ের ডিআইজি পঙ্কজ কুমার সিংয়ের নেতৃত্বে ৭ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। সূত্রের খবর, গ্রেফতার হওয়া বিকি মৌর্য এবং ময়ঙ্ক মিশ্রর বিরুদ্ধে আগেও মামলা রয়েছে।

লাগামছাড়া তোলাবাজির অভিযোগ, স্বরূপকে হেফাজতে নিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জুনঃ ১৮ জুন পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতেই থাকতে হবে স্বরূপ বিশ্বাসকে, নির্দেশ দিল আলিপুর অরূপ বিশ্বাসকে, শুক্রবার বেলা সাড়ে এগারোটো নাগাদ স্বরূপ বিশ্বাসকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। বৃহস্পতিবার রাতে প্রাঙ্কন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই তথা তৃণমূলের নিউ আলিপুর অঞ্চলের পরিচিত নেতা গ্রেফতার করেছিল নিউ আলিপুর থানার পুলিশ। একাধিক গুরুতর অভিযোগ সামনে এসেছে, সেই প্রেক্ষিতেই তদন্তের স্বার্থে এবার পদক্ষেপ করল আদালত। পাশ্চাত্য চেনা সমীকরণ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হচ্ছেন সকলেই। আর যে অভিযোগের কেন্দ্রে একাধিকবার উঠে আসতে দেখা গিয়েছে একটাই নাম, স্বরূপ বিশ্বাস। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর দুর্নীতি ও তোলাবাজির বিরুদ্ধে প্রশাসনের কড়া বার্তার মধ্যেই এবার

পুলিশের জালে খোদ প্রাঙ্কন মন্ত্রীর ভাই। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিউ আলিপুর এবং টালিগঞ্জ এলাকার একাধিক নির্মাণ ব্যবসায়ী ও প্রোমোটারের কাছ থেকে দীর্ঘদিন ধরে তোলাবাজি, ভ্রমকি এবং জোরপূর্বক টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠছিল স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। অভিযোগকারীদের দাবি, এলাকায় কোনও নতুন বহুতল, আবাসন বা ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প শুরু করতে গেলে স্বরূপ বিশ্বাস এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের নির্দিষ্ট পরিমাণ ‘কাটমনি’ বা ভোলা দিতে হতো। কেউ সেই দাবি মানতে অস্বীকার করলে নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। পুলিশের দাবি, সম্প্রতি এক নির্মাণ সংস্থার পক্ষ থেকে সরাসরি কোটি টাকাও তোলাবাজির অভিযোগে একআইআর দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে নিউ আলিপুর থানার পুলিশ। তদন্তের

অগ্রগতির পর বৃহস্পতিবার রাতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় স্বরূপ বিশ্বাসকে। পরে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মেনে তার প্রায় ১০টা নাগাদ তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ

রুজু হয়। ওই মামলায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিয়েএস), ২০২৬-এর ৭৫(১)(ii), ৩০৮(৪), ৩০৮(৫), ৩০৯, ৩৫১(৩) এবং ৬১ ধারার



সূত্রে জানা গিয়েছে, সিমরন পাল নামে এক অভিযোগকারীর লিখিত অভিযোগে অভিযুক্ত নিউ আলিপুর থানায় ৪ জুন ২০২৬ তারিখে ৮৮ নম্বর ধারায় মামলা

পাশাপাশি অস্ত্র আইনের ২৫ ও ২৭ ধারাও প্রয়োগ করা হয়েছে। ফলে তোলাবাজির অভিযোগের পাশাপাশি অস্ত্র আইনেও তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

হয়েছে। শুধু তাই নয়, স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে স্লীলতাহানির অভিযোগও সামনে এসেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তদন্তকারী অভিযোগের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, টালিগঞ্জ ও নিউ আলিপুর এলাকার দীর্ঘদিন ধরেই স্বরূপ বিশ্বাসকে অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনৈতিক মুখ হিসেবে দেখা হত। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, তাঁর কথাই ছিল শেষ কথা। সেই কারণেই তাঁর গ্রেফতারি রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। স্বরূপ বিশ্বাসের দানা অরূপ বিশ্বাস দীর্ঘদিন রাজ্যের প্রথম সারির মন্ত্রী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন এবং রাজ্যের শাসক নেতৃবৃন্দের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবেও পরিচিত। ফলে এই গ্রেফতারিকে শুধু ব্যক্তিগত বা আইনি খটনা হিসেবে নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিরোধী শিবির এই

ঘটনাকে হাতিয়ার করে শাসক দলকে অক্রোশ শুরু করেছে। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, তৃণমূল আমলে সিউকেটারাজ ও তোলাবাজি যে খতিয়ে দেখছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, টালিগঞ্জ ও নিউ আলিপুর এলাকার দীর্ঘদিন ধরেই স্বরূপ বিশ্বাসকে অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনৈতিক মুখ হিসেবে দেখা হত। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, তাঁর কথাই ছিল শেষ কথা। সেই কারণেই তাঁর গ্রেফতারি রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। স্বরূপ বিশ্বাসের দানা অরূপ বিশ্বাস দীর্ঘদিন রাজ্যের প্রথম সারির মন্ত্রী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন এবং রাজ্যের শাসক নেতৃবৃন্দের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবেও পরিচিত। ফলে এই গ্রেফতারিকে শুধু ব্যক্তিগত বা আইনি খটনা হিসেবে নয়, রাজনৈতিক দিক থেকেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিরোধী শিবির এই

পৃথিবীকে সুরক্ষিত রাখতে হলে গাছ অপরিহার্যঃ শিবরাজ চৌহান



ভোপাল, ৫ জুন ঃকেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান শুক্রবার বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ভোপালের স্মার্ট সিটি পার্কে চারাগাছ রোপণ করেন। তিনি অন্যদেরও বৃক্ষরোপণ করার আহ্বান জানান। কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, আমি প্রতিদিন গাছ লাগাই। প্রধানমন্ত্রী মোদীর ‘ এক পেড মা কে নাম’ অভিযান অনুসারে আজ সারা দেশে সবাই গাছ লাগাচ্ছেন। আমাদের পরিবেশ রক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। আমি গাছ লাগানোর প্রতিজ্ঞা করেছি এবং প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর ধরে তা করে আসছি।এদিন এক্স মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, গাছ লাগানো মানে জীবন রোপণ করা, প্রাণের বীজ বপন করা, কারণ এই গাছগুলোই আমাদের জীবনদায়ী। অক্সিজেন জোগায়। এটি কোনও সাধারণ কাজ নয়, বরং এক অসামান্য প্রচেষ্টা। তাই আমিও প্রতিদিন চারাগাছ রোপণ করি। ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে সুরক্ষিত রাখতে হলে গাছ অপরিহার্য। গাছ আমাদের পরিসেবে রক্ষা করে, আর একটি সুস্থ পরিবেশেই মানব জীবন বাঁচতে পারে বলে জানি।

স্বরূপ বিশ্বাসের গ্রেফতারিতে মুখ খুললেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ



নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৫ জুন ঃ ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে কত মানুষের উপর যে অত্যাচার করেছে শুক্রবার সকালে এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।দিঘিন ধরে ক্ষোভ জমলেও বহাল তবিয়তে ঘুরছিলেন স্বরূপ বিশ্বাস। তৃণমূল ক্ষমতায় থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহসও দেখাতে পারেনি। অধিকাংশইবৃহস্পতিবার রাত্রে স্লীলতাহানি ও অস্ত্র আইনে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।এই গ্রেফতারিতে স্বস্তি পেয়েছেন টিউিউডের তারকা ও কলকাতালীদের একটা বড় অংশ। অনেকেই প্রকাশ্যে মুখ খুলেছেন।শুক্রবার সকালে এবিষয়ে কথা বলা হলে দিলীপাবু বলেন, লোকে এবার জানুক কত অত্যাচারী ছিল। এরা দিনের পর দিন ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। বছরের পর বছর মানুষ মুখ খোলার সাহস পায়নি। এখন অভিযোগ করছে। দেশে আইন আছে। অন্যায় করলে কেউ ছাড় পাবে না বলে জানি।

কোমরে দড়িতে ক্ষুদ্র হাইকোট, রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব



কলকাতা, ৫ জুন ঃ কোমরে দড়ি বেঁধে অভিযুক্তদের ঘোরানোর বিরুদ্ধে মামলায় রাজ্যের থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বন্ধে আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকারকে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রস্তুত করে কলকাতা হাইকোর্টে জমা দিতে বলেছে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি তৃণমূলের একাধিক নেতা এবং নেতা-ঘনিষ্ঠকে পথে-ঘাটে কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরাতে দেখা গিয়েছে রাজ্য পুলিশকে। তার বিরুদ্ধেই মামলা হয়েছে হাই কোর্টে। রাজ্যে পুলিশের ‘ অতি -সক্রিয়তা এবং বর্দি স্বেচ্ছার অভিযোগে এবার রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী চার সপ্তাহ পরে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলে জানিয়েছে আদালত।

যোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথায্য ও ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞানগুণ্ডলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামোর যাত্রা জোরালো গতি লাভ করছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৫ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামোর যাত্রা উল্লেখযোগ্য গতি লাভ করছে। একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি নতুন করে আশাবাদ তৈরি করেছেন, এয়ারট্রাক ভারতে প্রায় তিন লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ এবং পাঁচ গিগাওয়াট ডেটা সেন্টার সক্ষমতা তৈরির পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। তিনি বলেন, দেশের ডিজিটাল পরিকাঠামো ইকোসিস্টেমে এটি অন্যতম বৃহত্তম প্রস্তুতি বিনিয়োগ।Narendra Modiর সাম্প্রতিক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামো নিয়ে নতুন করে আশাবাদ তৈরি হয়েছে শিল্পমহলে। দেশের দ্রুত বিস্তৃত ডিজিটাল ইকোসিস্টেম যে এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করছে, সেই বার্তাই উঠে এসেছে প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামোর যাত্রা এখন উল্লেখযোগ্য গতি লাভ করছে এবং বিশ্ব বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ ক্রমশই এই ষাতে বাড়াচ্ছে।নয়াদিল্লিতে, প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় উল্লেখ করেছেন, আন্তর্জাতিক ডেটা সেন্টার ও ক্লাউড পরিষেবা খাতে কাজ করা সংস্থা এয়ারট্রাক (AirTrunk) প্রদত্ত বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। প্রস্তাব অনুযায়ী, প্রায় তিন লক্ষ কোটি টাকার মতো বিনিয়োগ করা হতে পারে ভারতে, যা দেশের ডিজিটাল ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ প্রতিশ্রুত বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পাশাপাশি সংস্থাটি পাঁচ গিগাওয়াট ডেটা সেন্টার সক্ষমতা গড়ে তোলার পরিকল্পনাও নিয়েছে, যা ভারতের



ডেটা অবকাঠামোকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী তাঁর পোস্টে আরও বলেন, এই ধরনের বৃহ বিনিয়োগ শুধুমাত্র একটি অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নয়, বরং এটি ভারতের ডিজিটাল ভবিষ্যতের প্রতি আন্তর্জাতিক আস্থার প্রতিফলন। তার মতে, ক্লাউড কম্পিউটিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) মতো আধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারত দ্রুত একটি বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে। এই ধরনের বিনিয়োগ সেই অবস্থানকে আরও দৃঢ় করবে এবং প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতির ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করবে।সরকারি সূত্র ও শিল্পমহলের বিশ্লেষণে বলা হচ্ছে, ডেটা সেন্টার অবকাঠামো যে কোনও দেশের ডিজিটাল অর্থনীতির মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। বিপুল পরিমাণ তথ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং ক্লাউড পরিষেবা পরিচালনার জন্য শক্তিংশালী অবকাঠামো প্রয়োজন হয়। সেই দিক থেকে এয়ারট্রাকের প্রস্তাবিত প্রকল্প

স্টার্টআপ সংস্কৃতির বিস্তার এই খাতকে আরও শক্তিশালী করেছে। সেই প্রেক্ষাপটে এ ধরনের বৃহ বিনিয়োগ ভবিষ্যতে ভারতের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করবে বলে মত অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের। তাঁদের মতে, ভারত এখন শুধু প্রযুক্তি ব্যবহারকারী দেশ নয়, বরং ধীরে ধীরে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কেন্দ্র হয়ে উঠছে।প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ইঙ্গিত দেন যে, বৈশ্বিক ডিজিটাল অর্থনীতির ভবিষ্য ক্রমশই ভারতের দিকে ঝুঁকছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির বিনিয়োগ প্রবণতা, প্রযুক্তি খাতে ভারতের দক্ষ জনশক্তি এবং সরকারের ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়ন নীতি-সব মিলিয়ে দেশটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাব হিসেবে উঠে আসছে। ক্লাউড, এআই, রিগ ডেটা এবং ডেটা সেন্টার ইকোসিস্টেম এই পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে।অন্যদিকে শিল্পমহল মনে করছে, এই বিনিয়োগ বাস্তবায়িত হলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রযুক্তি-ভিত্তিক শিক্ষাঞ্চল গড়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে পাশাপাশি টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহরেও নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে আঞ্চলিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারবে।মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই বার্তা ভারতের ডিজিটাল ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে প্রত্যাশা তৈরি করেছে। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা-সবকিছু মিলিয়ে দেশটি যে দ্রুত একটি ডিজিটাল শক্তি হিসেবে বিশ্বমঞ্চে নিজের অবস্থান আরও মজবুত করছে, সেই ইঙ্গিতই স্পষ্ট হয়ে উঠছে এই ঘোষণায়।

রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দাখিল মল্লিকার্জুন খাড়গের



বেঙ্গালুরু (সংবাদ সংস্থা), ৫ জুনঃকর্ণাটক থেকে রাজ্যসভার নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। কংগ্রেস সভাপতি শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে বিধান সৌধে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। সেই সময়ে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়ারাজ্যসভার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করার পর কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, আমি নিজের মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছি। সমস্ত বিধায়ক এবং আমার নেতারা সর্বসম্মতিক্রমে আমাকে বেছে নিয়েছেন। নির্বাচন ১৮ জুন অনুষ্ঠিত হবে এবং আমি আত্মবিশ্বাসী যে সবাই একাবদ্ধ থেকে কংগ্রেস প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত করবেন।

ভারত সফরে নেপালের বিদেশমন্ত্রী, নতুন দিল্লিতে উষ্ণ অভ্যর্থনা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৫ জুন ঃ নেপালের বিদেশমন্ত্রী শিশির খানাল শুক্রবার থেকে তিন দিনের ভারত সফরে এসেছেন। এদিন নতুন দিল্লিতে এসে পৌঁছলে নেপালের বিদেশমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। তিনি ভারতের বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের আশ্বস্তগে ভারত সফরে এসেছেন। এই সফরকালে নতুন দিল্লিতে ডঃ

পরিবেশ রক্ষা, বৃক্ষরোপণে জোর দিতে হবেঃশুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৫ জুন ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার বছরভর বৃক্ষরোপণের পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার। এ দিন সকালে সল্টলেকের নলবনে সেই কর্মসূচির সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অনুষ্ঠানের মূল বিষয়বস্তু ‘ একটি গাছ মায়ের নামে ২০২৬’।নলবনে এ দিন বৃক্ষরোপণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। হাজির ছিলেন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, শারদত্ত মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক পীযুষ কানোরিয়া, লকেট চট্টোপাধ্যায়, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, মুখ্যমন্ত্রীর পারামর্শদাতা সুরত গুপ্ত এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মারা। বৃক্ষরোপণের পরে নলবন ভেড়িতে মাহুের চারা ছাড়েন মুখ্যমন্ত্রী।বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ৬ লক্ষ ফলের গাছ রোপণ করা হবে, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে চলতি বছরে ১ কোটি ১০ লক্ষ গাছ রোপণের লক্ষ্য মাত্রা রাখা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি পড়ুয়াদের আরও ভালোভাবে বোঝানোর জন্য পাঠ্যপুস্তকে বিশেষ পরিমার্জনের



ব্যবস্থা। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে মায়ের নামে একটি গাছ অনুষ্ঠানে উম্মা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘ পরিবেশ রক্ষা, বৃক্ষরোপণে জোর দিতে হবে। জঙ্গলের জমি হাত বদল হয়ে যাচ্ছে। তরাই-ডুয়ার্সের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা রুখতে হবে।’বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনে চিক মতো নিয়ম না মানার অনুযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘ বৃহত্তর কলকাতা কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত হচ্ছে। যারা বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করেন, তাঁরা জানেন যে কোনও বিল্ডিং প্ল্যানে এক-তৃতীয়াংশ সবুজ রাখতে হয়। কিন্তু সেই নিয়ম মানা হয় না। ইকো ক্লাব তৈরি করলে আর্থিক সহায়তা রাজ্য সরকারের পক্ষে দেওয়া হবে।’

অসম মন্ত্রী পদে শপথ নিলেন নতুন চার সহ ১২ জন বিধায়ক



গুয়াহাটি, ৫ জুন ঃ হিমন্তবিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন অসম সরকারের ১২ জন মন্ত্রী শপথগ্রহণ করেছেন। খানাপাড়ায় অবস্থিত ‘ জ্যোতি-বিষ্ণু আন্তর্জাতিক কলকেন্দ্র’-এ আজ শুক্রবার (৫ জুন) পূর্ব নির্ধারিত দুপুর ১২ঃ৪৫ মিনিটে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্বিেটিা, প্রদেশ বিজেপি-সভাপতি দিলীপ শইখিয়া সহ বহুজনের উপস্থিতিতে তাঁদের পদ ও গোপনীয়তার শপথবাक্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল লক্ষণপ্রসাদ আচার্য। মন্ত্রীদের মধ্যে চারজন নতুন।নতুন মন্ত্রী হিসেবে যে চারজন শপথ নিয়েছেন তাঁরা অশ্বিনী রায় সরকার, নীলিমা দেবী, সুশান্ত বড়গোহাই এবং রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বজি ডোমারিয়া।এছাড়া শপথ গ্রহণ করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক সিংল, ডা. রণোজ পেগু, কেশব মহন্ত, বিমল বরা, জয়ন্তমল্ল বরুয়া, কৌশিক রায়, কৃষ্ণেন্দু পাল এবং পীযুষ হাজরিকা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সবুজের শপথ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর, বার্তা প্লাস্টিক বর্জন ও গাছ লাগানোর



নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৫ জুন ঃ সমগ্র বিশ্বের পাশাপাশি শুক্রবার রাজ্য জুড়েও যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এই বিশেষ দিনটির পরিপ্রেক্ষিতেই সমাজমাধ্যমে সবুজের শপথ নেওয়ার বাতী দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি নিজের ফেসবুক পেজে একটি বার্তার মাধ্যমে লিখেছেন, আগামী প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখতে, তোলা সকলে গাছ লাগাই, প্লাস্টিক বর্জিত একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার শপথ করি।বিশ্ব পরিবেশ দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি আরও লেখেন, পরিবেশ দিবসে শপথ নেবো, স্বচ্ছ ভারত অভিযানে এক সঙ্গে কাজ করবো। প্লাস্টিক বর্জন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, আর গাছ লাগিয়ে প্রাণ বাঁচবো।উল্লেখ্য, শুক্রবার, ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬ পালিত হচ্ছে। এবারের পরিবেশ দিবসের মূল কেন্দ্রবিন্দু হল জলবায়ু কার্যক্রম। রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএনইপি)-র নেতৃত্বে এবং আজারবাইজানের বাকুতে আয়োজিত এই প্রচার অভিযানের আনুষ্ঠানিক প্রতিপাদ্য বা থিম হল- প্রকৃতি থেকে অনুপ্রাণিত। জলবায়ুর জন্য। আমাদের ভবিষ্যতের জন্য। এই প্রচার কর্মসূচিতে ব্যবহৃত হচ্ছে বিশেষ হাস্যাট্যাগ NowForClimate ।

বিশ্বকাপে আসছে একগুচ্ছ নতুন নিয়ম

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৫ জুনঃ ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপকে গতিময় করতে একাধিক নতুন নিয়ম আনল ফিফা। সময়ক্ষেপণ কমা নোনা, খেলোয়াড়ের আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং ভিডিও সহকারী রেফারি (ভিএআর) ব্যবস্থার কার্যকারিতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এসব পরিবর্তন আনা হয়েছেন।নতুন নিয়ম গুলি হল-থ্রো-ইন নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও খেলোয়াী ইচ্ছাকৃতভাবে সময় নষ্ট করলে পাঁচ সেকেন্ডের কাউন্ট ডাউন শেষে বলের দখল প্রতিপক্ষকে যো়া হবে।একই নিয়ম গোলে বুললেও খেলোয়াড় লাল কার্ডের ঝুঁকিতে পাত্তে পারেন। ফিফা মনে করছে, এতে গোপন উসকানি বা অসৌজন্যমূলক আচরণ কমেবে।এদিকে সহকারী রেফারির ক্ষমতা ও বাড়ানো হলঃভিডিও সহকারী রেফারির (ভিএআর) ক্ষমতাও কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। কর্মার কিক সঠিকভাবে দেয়া হয়েছে কি না, তা দ্রুত যাচাই করতে পারবে ভিএআর। পাশাপাশি দ্বিতীয় হল্দ্ বর্ড থেকেই হগ্গা লাল বর্ডে চিকিৎসা নেওয়া খেলোয়াড়কে



অন্তত ৬০ সেকেন্ড মাঠের বাইরে থাকতে হবে। তবে গোলরক্ষক, গুরুতর তাড়ি কিংবা প্রতিপক্ষ খেলোয়াী কার্ড পাওয়ার মতো কিছু ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম থাকবে।এছাড়া ম্যাচ চলাকালে কোনও বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতিতে মুখ ঢেকে কথা বললে বা আচরণ করলে খেলোয়াড় লাল কার্ডের ঝুঁকিতে পাত্তে পারেন। ফিফা মনে করছে, এতে গোপন উসকানি বা অসৌজন্যমূলক আচরণ কমেবে।এদিকে সহকারী রেফারির ক্ষমতা ও বাড়ানো হলঃভিডিও সহকারী রেফারির (ভিএআর) ক্ষমতাও কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। কর্মার কিক সঠিকভাবে দেয়া হয়েছে কি না, তা দ্রুত যাচাই করতে পারবে ভিএআর। পাশাপাশি দ্বিতীয় হল্দ্ বর্ড থেকেই হগ্গা লাল বর্ডে ক্ষেত্রেও পর্যালোচনা সুযোগ থাকবে।

রাশিফল

মেঘঃআজকের দিনে কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টা স্বীকৃতি পাবে এবং সহকর্মীদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আরও ভাল হবে। আপনার মানসিক শক্তি ব্যবহার করার চেষ্টা করুন, যাতে আপনি নেতিবাচকতা থেকে দূরে থাকতে পারেন। শুভদিন বৃষঃ আপনার বন্ধুদের বা পরিবারের সাথে আনন্দদায়ক সফর আপনাকে ভারমুক্ত করবে। আপনি যদি বিনোদনের কোনও জমিতে বিনিয়োগ করে থাকেন তবে আজ এটি একটি ভাল দামে বিক্রি করা যেতে পারে, যা আপনাকে লাভ অর্জনে সহায়তা করবে। শুভদিন। বিশ্বনঃআজকের দিনটি আপনার জন্য চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে চাপ বাড়বে। ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি বজায় রাখতে চেষ্টা করুন।পরিবারে কারও সঙ্গে মতানৈক্য ঘটতে পারে। মানসিক অস্থিরতায় ভোগার আশঙ্কা।

করুট রাশি ঃআজকের দিনে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন, যা আপনার সম্পর্কে আরও শক্তিশালী করবে। প্রেম আসবে। সিংহঃআঘাত এড়ানোর জন্য বসে থাকার সময় বিশেষ যত্ন নিন। উপরন্তু ভালো ভিক্ষা যে শুধু একজনের ব্যক্তিগত বিকাশ ঘটায় তাই নয়, বরং স্বাস্থ্য এবং বিশ্বাস উন্নত করতেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুভদিন হবে কন্যাঃ আজ আপনার ভ্রমণের যোগ আছে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে আগ্রহ বাড়তে পারে। নতুন কিছু শেখার সুযোগ আসবে। আর্থিক দিক থেকে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করুন। সঙ্গীর প্রতি মনোযোগ দিন। বিবাহের যোগ। তুলাঃতুলা রাশির জাতক জাতিকাদের কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে। এটি একটি নতুন প্রকল্প বা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সঠিক সময়। শুভদিন বৃশ্চিকঃ অফিস থেকে তড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। যারা দূর্ঘ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ বয়ঃ কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়তে পারে, তবে আপনি তা দক্ষতার সাথে সামলাবেন। স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিন। ছোটখাটো সমস্যা উপেক্ষা করবেন না। আর্থিক ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করুন। ব্যবসায় সহকর্মীর দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা। পेटের সমস্যা বাতে পারে।

মকরঃ বাইরের কাজকর্ম আপনাকে লাভ দেবে। দুর্গের মত শৈলীতে ভালোবাসা এবং সফলতা আপনার চিন্তা কেবলমাত্র আপনার শারীরিকের পাশাপাশি মানসিক বিকাশকেই বাহ্যত করবে। অর্থ বয়ঃ কুন্তঃ আজকের দিনে আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আপনাকে সাফল্যের নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে সাহায্য করবে। দলের সঙ্গে সহযোগিতা করলে গুরুত্বপূর্ণ লাভ হবে সবার সাহায্যে আপনি আপনার লক্ষ্যগুলি আরও দ্রুত অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

মীনঃযোগাযোগের মাধ্যমে আজ আপনি অনেক কিছু অর্জন করতে পারবেন। নতুন আইডিয়াগুলো কাজে লাগাতে পারবেন। কাছাকাছি ভ্রমণের যোগ রয়েছে। আর্থিক দিক থেকে স্থিতিশীলতা আসবে। ব্যবসায় বড় সুযোগ আসতে পারে। পুরনো পাওনা আদায় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গীরে শান্তি।

আবহাওয়া

তাপসা গরম থেকে খানিক স্বস্তি পেল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আবহাওয়া দপ্তরে পূর্বাভাস মতোই শুক্রবার বোর থেকেই শহরে শুরু হয় বৃষ্টি। একইসঙ্গে প্রবল বেগে বইতে থাকে দমকা হাওয়া। সেই ঝড়ের দাপটে সল্টলেক ও নিউটাউনে একাধিক গাছ ভেঙে পড়ার খবর মিলেছে। ভোমের বৃষ্টিতে বেশ কিছু এলাকায় জমেছে জলও। তবে, বৃষ্টিতে পানদও নেমেছে খানিকটা। ঝড়-বুড়ির দরুণ ঘর্ষাক্ত গরম উধাও হয়ে গিয়েছে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী কয়েকদিন বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে। উত্তরবঙ্গের ওপরের জেলাগুলিতেও আগামী কয়েকদিন বৃষ্টি হবে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে। তাঁর গরমের দরুন স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হয়ে দায়ী দরুণ এদিন বৃষ্টি হয়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৪শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫০ শতকরা হতে পারে। থেকে জানি হয়েছে আবহাওয়া সূত্র থেকে জানি

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৪০মিনিট এবং রাত ১০ টা ৫২মিনিটে। ভাটা-বেলা ০২টা ৪০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৪ মিনিট। সর্বউচ্চ সাকল ৪ টা ৫৮মিনিটে হতে পারেএবং অন্ততাবে আজ ৬টা ১৭মিনিটে হতে পারে।

অজানা কথা

চিনের প্রথম সম্রাট কুইন সি ছুয়াং-এর সমাধি অজানা আতঙ্কে আজও খুলতে সাহস পাননি গবেষকরা

পৃথিবীর অন্যতম রহস্যময় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলির মধ্যে অন্যতম চিনের প্রথম সম্রাট কুইন সি ছুয়াং-এর সমাধি। মৃত্যুর প্রায় ২২০০ বছর পরেও এই সমাধিকে খিরে রহস্য, কৌতূহল এবং অতচ্কের শেষ নেই। আশ্চর্যের বিষয়, সমাধির অবস্থান জানা গেলেও আজ পর্যন্ত তার মূল কক্ষ খোলার সাহস দেখাননি গবেষকরা। কারণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং লোকবিশ্বাস-তিনটির মিশেলে তৈরি হয়েছে এক অভূতপূর্ব রহস্যের জাল। খ্রিস্টপূর্ব ২১০ সালে মৃত্যুবরণ করেন চিনের প্রথম সম্রাট কুইন সি ছুয়াং। বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এই শাসক জীবদ্দশাতেই নিজের জন্য নির্মাণ করিয়েছিলেন এক বিশাল সমাধি-কমপ্লেক্স। ধারণা করা হয়, এটি শুধু একটি সমাধি নয়, বরং মাটির নিচে গড়ে তোলা একটি সম্পূর্ণ ভূগর্ভস্থ রাজপ্রাসাদ। সেখানে সম্রাটের সঙ্গে সংরক্ষিত রয়েছে অমূল্য ধনসম্পদ, শিল্পকর্ম এবং সেই সময়কার অসংখ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন। তবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই সমাধির অবস্থান ছিল অজানা। অবশেষে ১৯৭৪ সালে চিনের শানসি প্রদেশে কয়েকজন কৃষক কুয়ো খননের সময় হঠাই এমন কিছু আবিষ্কার করেন, যা বিশু প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাস বদলে দেয়। মাটির নিচে মিলতে শুরু করে মানুষের আকৃতির বিশাল মূর্তি। পরে খননকার্যে উঠে আসে হাজার হাজার পোড়ামাটির সৈনিক, ঘোড়া এবং রথের নিখুঁত প্রতিক্রপ। এই সেনাবাহিনীই আজ বিশ্বের কাছে পরিচিত ‘ আর্থি’ নামে। ধারণা করা হয়, মৃত্যুর পরেও সম্রাটকে রক্ষা করার জন্যই এই সেনাবাহিনী তাঁর করা হয়েছিল। বর্তমানে প্রায় আট হাজারেরও বেশি সৈনিকের মূর্তি, শত শত ঘোড়া এবং যুদ্ধরথের অস্ত্রের কথা জানা গেছে। প্রতিটি মূর্তির মুখাবলম্ব, পোশাক এবং অভিব্যক্তি আলাদা, যা সেই সময়কার শিল্পকলার অসাধারণ নিদর্শন। এই অসামান্য আবিষ্কারের জন্য সমাধি

কমপ্লেক্সটি পরবর্তীতে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের স্বীকৃতি পায়। কিন্তু এত বড় আবিষ্কারের পরও গবেষকরা এখনও সম্রাটের মূল সমাধি কক্ষে প্রবেশ করেননি। কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে ফিরে যেতে হয় প্রাচীন ইতিহাসের পাতায়। বিখ্যাত চৈনিক ঐতিহাসিক সিমা কিয়ান তার লেখায় উল্লেখ করেছিলেন, কুইন



সি ছুয়াং-এর সমাধির ভিতরে বিপুল সংখ্যক স্বয়ংক্রিয় তীর-ধনুকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এমনভাবে ফাঁদ তৈরি করা হয়েছিল যে, কেউ অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করলেই সেই অস্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠবে। যদিও এই বিবরণ কতটা বাস্তব, তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়, তবুও গবেষকরা বিষয়টিকে পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারছেন না। কারণ সমাধির অভ্যন্তরে কি রয়েছে, তা আজও অজানা। ফলে সম্ভাব্য বিপদের ঝুঁকি নিয়েই এগোতে হচ্ছে তাদের। তবে গবেষকদের সবচেয়ে বড় উদ্বেগ অন্য জায়গায়। বহু গবেষণায় দেখা গেছে, সমাধির চারপাশের মাটিতে অস্বাভাবিক মাত্রায় পারদের উপস্থিতি রয়েছে। সিমা কিয়ান তার বিবরণে লিখেছিলেন, সমাধির ভিতরে চিনের প্রধান নদীগুলির ক্ষুদ্র প্রতিক্রপ তৈরি করা হয়েছিল এবং সেখানে জলের পরিবর্তে প্রবাহিত

পদক্ষেপে সেগুলি চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে। ফলে বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ববিদরা অপেক্ষার পথই বেছে নিয়েছেন। তাঁদের মতে, ভবিষ্যতে এমন উন্নত প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হতে পারে, যা সমাধি না খুলেই ভিতরের অবস্থা বিস্তারিতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হবে। একইসঙ্গে সম্ভাব্য বিস্মৃত উপাদান বা প্রাচীন ফাঁদ নিক্রিয় করার প্রযুক্তিও হয়তো



তৈরি হবে। শুধু বৈজ্ঞানিক কারণই নয়, এই সমাধিকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের আবেগ এবং বিশ্বাসও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বহু মানুষের ধারণা, প্রাচীন সমাধি অথবা উন্মুক্ত করলে অমঙ্গল বা অভিশাপ নেমে আসতে পারে। যদিও আধুনিক বিজ্ঞান এই ধরনের বিশ্বাসকে সমর্থন করে না, তবুও স্থানীয় সংস্কৃতি ও অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে গবেষকরা সতর্কতার সঙ্গেই এগোতে চান। সব মিলিয়ে, কুইন সি ছুয়াং-এর সমাধি আজও বিশ্বের অন্যতম অমীমাংসিত প্রত্নতাত্ত্বিক রহস্য। মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা সেই অজানা প্রাসাদে ঠিক কী রয়েছে, তার উত্তর এখনও অস্বাভাবিকভাবেই অজানা। ইতিহাসের এক বিশ্ময়কর অধ্যায়।

ট্রাম্পকে বড় ধাক্কা! ইরান যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব পাশ মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষে, রিপাবলিকানদের একাংশও দিল সমর্থন

ওয়াশিংটনে ইরান যুদ্ধ নিয়ে ক্রমশ চাপে পড়ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুদ্ধ অব্যাহত রাখার প্রশ্নে যখন প্রশাসনের অবস্থান নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক তুলে, ঠিক সেই সময়ে মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে ইরানে সামরিক অভিযান বন্ধের দাবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশ হয়েছে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ট্রাম্পের নিজস্ব দল রিপাবলিকান পাটির কয়েকজন সদস্যও এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। ফলে রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনাকে ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য বড়সড় ধাক্কা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। ভোটাহুটিতে যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাবের পক্ষে পড়েছে ২১৫টি ভোট, বিপক্ষে ২০৮টি। সংখ্যার বিচারে ব্যবধান খুব বেশি না হলেও এর রাজনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট। কারণ, ক্ষমতাসীন শিবিরের মধ্যেই যে ইরান নীতি নিয়ে মতভেদ বাড়ছে, এই ফলাফল তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। গত কয়েক মাস ধরে ইরানকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছে। এই সংঘাতের জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। তেলের দাম বৃদ্ধি, নৌপথিক বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা এবং মার্কিন

অর্থনীতির উপর অতিরিক্ত চাপ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বহু অর্থনীতিবিদ। এর প্রভাব সরাসরি পড়ছে সাধারণ মার্কিন নাগরিকদের ওপরও। খালানির মূল্যবৃদ্ধি থেকে শুরু করে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে



যাওয়া-সব মিলিয়ে যুদ্ধের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে আমেরিকার অভ্যন্তরে। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধবিরোধী মত ক্রমশ শক্তিশালী হয়েছে। বিশেষ করে ডেমোক্র্যাটিক পাটির নেতারা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছেন যে, কংগ্রেসের স্পষ্ট অনুমোদন ছাড়া বিদেশে দীর্ঘমেয়াদি সামরিক অভিযান চালানো উচিত নয়। তাদের অভিযোগ, প্রশাসন যথাযথ রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক

প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই ইরানকে কেন্দ্র করে সংঘাতকে আরও তীব্র করেছে। তবে শুধু বিরোধী শিবিরই নয়, রিপাবলিকান পাটির মধ্যেও এই নিয়ে অস্বস্তি বাড়ছে। দলের একাংশের মতে, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ আমেরিকানদের মধ্যে যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। ফলে জনপ্রতিনিধিরাও সেই জনমতের প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করছেন। তবে হাউসে প্রস্তাব পাশ হলেও এখনই যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে, এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। মার্কিন আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া অনুযায়ী, এই প্রস্তাব কার্যকর করতে হলে কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সেনেটেও তা পাশ হতে হবে। সেনেটে ভোটাহুটির ফলাফল কী হয়, সেটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সেখানে যদি প্রস্তাবটি সমর্থন পায়, তাহলে প্রশাসনের উপর রাজনৈতিক চাপ আরও বহুগুণ বেড়ে যেতে পারে। সেনেটে প্রস্তাব পাশ হলে পরবর্তী সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হবে। যদিও দলের অভ্যন্তরীণ অসন্তোষের বহিঃ প্রকাশ বলেও মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই ভোট শুধু একটি নীতিগত অবস্থান নয়, বরং আসন্ন

রাজনৈতিক সমীকরণেরও ইঙ্গিত বহন করছে। যুদ্ধ ইস্যুতে জনগণের মতামত যে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, তা বুঝতে পারছেন উভয় দলের নেতারাও। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও কর্মজীবী আমেরিকানদের মধ্যে যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। ফলে জনপ্রতিনিধিরাও সেই জনমতের প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করছেন। তবে হাউসে প্রস্তাব পাশ হলেও এখনই যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে, এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। মার্কিন আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া অনুযায়ী, এই প্রস্তাব কার্যকর করতে হলে কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সেনেটেও তা পাশ হতে হবে। সেনেটে ভোটাহুটির ফলাফল কী হয়, সেটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সেখানে যদি প্রস্তাবটি সমর্থন পায়, তাহলে প্রশাসনের উপর রাজনৈতিক চাপ আরও বহুগুণ বেড়ে যেতে পারে। সেনেটে প্রস্তাব পাশ হলে পরবর্তী সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হবে। যদিও প্রেসিডেন্টের হাতে এখনও বিভিন্ন সাংবিধানিক ক্ষমতা রয়েছে, তবুও কংগ্রেসের দুই কক্ষের স্পষ্ট বিরোধিতা প্রশাসনের অবস্থানকে দুর্বল করে দিতে পারে। ফলে

ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক অঙ্গেরে এখন নজর সেনেটের দিকেই। এদিকে হাউসে প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর ট্রাম্পকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন ডেমোক্র্যাট শিবির। হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির ডেমোক্র্যাট সদস্যরা সামাজিক মাধ্যমে এক বিবৃতিতে দাবি করেছেন, আমেরিকার জনগণ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে ইরানে চলমান সামরিক অভিযান বন্ধ করার সময় এসে গেছে। তাদের অভিযোগ, এই সংঘাত দেশের স্বার্থের তুলনায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, ইরান যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রশাসনের অবস্থান, অন্যদিকে কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান চাপ-এই দ্বন্দ্ব আগামী দিনে আরও তীব্র হতে পারে। যুদ্ধের ভবিষ্যৎ এখন অনেকটাই নির্ভর করছে সেনেটের সিদ্ধান্ত এবং পরবর্তী রাজনৈতিক সমীকরণের উপর। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট, ইরান ইস্যুতে ট্রাম্পের সামনে চ্যালেঞ্জ আরও চেয়ে অনেকটাই বেড়ে গেছে, আর সেই কারণেই হাউসে এই ভোটকে তার জন্য বড় রাজনৈতিক ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

দাউদাউ আগুনে ছাই বৃদ্ধাশ্রম! শ্রীলঙ্কায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ১১ আবাসিকের, আহত বহু, উদ্ধার ৫০ জন

কলম্বু, ৫ জুন : শ্রীলঙ্কার একটি বৃদ্ধাশ্রমে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন অন্তত ১১ জন। মর্মান্তিক এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন প্রবীণ আবাসিক। বৃথার সন্ধ্যায় দেশটির রাজধানী কলম্বো থেকে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ‘ সেভানা এন্টারালি কেয়ার হোম’-এ আচমকাই আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন পুরো ভবনের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে আতঙ্কে ছুটোছুটি শুরু হয় বৃদ্ধাশ্রমগুলোতে। স্থানীয় সময় বিলম্বে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আগুনের সূত্রপাত হয় বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনী, পুলিশ এবং স্থানীয়



ধোঁয়া ও আগুনের মধ্যেও উদ্ধারকারীরা ৫১ জন আবাসিককে

সাতজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। চিকিৎসকরা তাঁদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, একটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরেই আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে তদন্তকারীরা এখনও এ বিষয়ে নিশ্চিত নন। তাদের বক্তব্য, অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ জানতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের পর উদ্ধার হওয়া প্রবীণদের প্রথমে কাছাকাছি একটি স্থলে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দেওয়া হয়।

পরে তাঁদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে ক্ষতিগ্রস্তদের সর্বকম সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকা। বৃদ্ধাশ্রমে বসবাসকারী অসহায় প্রবীণদের এমন করণ পরিণতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতি ছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শ্রীলঙ্কায় সাম্প্রতিক সময়ে এটি অন্যতম বড় বৃদ্ধাশ্রম দুর্ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ ও দায় নির্ধারণে তদন্তের রিপোর্টের দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে গোটা দেশ।

বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবস, কীভাবে প্রি-পোর্শনড খাবার শহুরে পরিবারগুলোকে শূন্য অপচয় অর্জনে সাহায্য করছে

নিজস্ব সংাদাতা, কলকাতা, ৫ জুন : জাতিসংঘ, WHO এবং FAO প্রতি বছর যে বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবস পালন করে, তার মূল বার্তা একটাই-নিরাপদ খাদ্যাভ্যাস শুরু হয় ঘর থেকেই। এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে খাদ্য নিরাপত্তা সবার দায়িত্ব-কৃষক ও উপাদক থেকে শুরু করে পরিবারের রান্নাঘর পর্যন্ত। শহুরে পরিবারগুলোর জন্য রান্নাঘর দক্ষভাবে পরিচালনা করা এবং খাদ্য অপচয় কমানো ক্রেমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, কারণ মানুষ এখন স্বাস্থ্যকর ও টেকসই জীবনযাপনের দিকে ঝুঁকছে। তাজা শাকসবজি ও প্রোটিন আর্দ্র মৌসুমে দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়, ফলে অপ্রয়োজনীয় অপচয় ঘটে। USDA ফুড সেক্টি অ্যান্ড ইসপেকশন সার্ভিস সতর্ক করেছে যে সালমোনোলা ও ক্যাম্পিলোব্যাক্টর-এর মতো ব্যাকটেরিয়া ৪°C থেকে ৬০°C এর মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি পায়-যা ডেঞ্জার জোন নামে পরিচিত-এবং মাত্র ২০ মিনিটে দ্বিগুণ হতে পারে। এর মোকাবিলায় অনেক পরিবার এখন হিমায়িত Individually Quick Frozen (IQF) খাবারের দিকে ঝুঁকছে, যা তাদের প্রয়োজনমতো রান্না করতে দেয় এবং দীর্ঘ সময় ধরে পুষ্টি, স্বাদ ও গুণমান অক্ষুণ্ন রাখে।খাদ্য



স্বচ্ছতা ও আশ্র্য তৈরি করে, যা ভোক্তাদের তাদের প্রস্তুতকৃত খাবারের প্রতি আত্মবিশ্বাস সেরা।খাদ্য লেবেল পড়তে শেখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। BBE (Best Before End), IQF (Individually Quick Frozen), HPP (High Pressure Processing), এবং FD (Freeze Dried)-এর মতো শব্দগুলো ভোক্তাদের সতেজতা, মেয়াদ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে আরও বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।আপদেজ ফুডস-এর মার্কেটিং ও ইনোভেশন

থেকে শুরু করে প্যাকেজিং পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে আমরা নিরাপত্তা প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করছি। আজ আরও বেশি মানুষ হিমায়িত খাবার বেছে নিচ্ছেন কারণ তারা সুবিধা চান, তবে স্বাস্থ্যবিধি বা পুষ্টির সঙ্গে আপস করতে চান না। অপচয় কমাতে এবং খাবারকে সুরক্ষিত ও পুষ্টিকর রাখতে আমরা যে বিকল্পগুলো দিচ্ছি, তা শহুরে পরিবারের জন্য আরও নিরাপদ ও স্মার্ট রান্নাঘরের অভ্যাস গড়ে তুলছে।

গোরখপুরের রেলওয়ে অডিটোরিয়ামে পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন

গোরখপুর, ৫ জুনঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বরওয়ানকারের প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় গোরখপুরের রেলওয়ে অডিটোরিয়ামে পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে, জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বরওয়ানকার এবং প্রধান বিভাগীয় প্রধানগণ পরিবেশগত স্থায়িত্বের উপর ‘মেকানিক্যাল বিভাগ কর্তৃক কাম্পিত একটি প্রতিবেদন ‘এনভায়রনমেন্ট সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্ট-২০২৬’ উন্মোচন করেন। পরিবেশ সুরক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য, জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বরওয়ানকার এবং প্রধান বিভাগীয় প্রধানগণ অডিটোরিয়াম প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করেন। জেনারেল ম্যানেজার গোরখপুরের মেকানিক্যাল বিভাগের কোটিং ডিপো এবং ইএনএইচএম কর্তৃক আয়োজিত পরিচ্ছন্নতা প্রদর্শনী এবং রেলওয়ে স্ট্রেরে ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা আয়োজিত পরিবেশ সুরক্ষা প্রদর্শনী পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করেন। এই উপলক্ষে, জেনারেল ম্যানেজার গোরখপুরের মেকানিক্যাল ফ্যাক্টরিতে স্থাপিত সৌর বিদ্যু কেন্দ্রটি ভায়াবিলি উদ্বোধন করেন। এর আগে, চিফ রোলিং স্টক ইঞ্জিনিয়ারহুইট, শ্রী অনিল কুমার, জিএল ম্যানেজারকে একটি পরিবেশ প্রতীক উপহার দিয়ে স্বাগত জানান।পরিবেশ দিবস উপলক্ষে জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বরওয়ানকার বলেন যে, বর্তমান

পরিবেশ পরিস্থিতি ভয়াবহ। আমরা পরিবেশ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলছি। আমাদের সকলেরই পরিবেশকে নিজের এবং এর একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমাদের জীবনযাত্রার মড উন্নত করতে হবে। তিনি বলেন যে, একটি গাছ বড় হতে অনেক সময় লাগে, কিন্তু আমরা অল্প সময়েই তা কেটে ফেলি। আমাদের এই বিষয়ে চিন্তা করা উচিত এবং আমাদের কাজের অভ্যাস উন্নত করে বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য কাজ করা উচিত। একটি সংস্থা হিসেবে, নর্থইস্টার্ন রেলওয়ে এই দিকে ভালো কাজ করেছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীও পরিবেশ সুরক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। নর্থইস্টার্ন রেলওয়ে পরিবেশ সংরক্ষণে চম্চকার কাজ করেছে, যার জন্য এটি ২০২৫ সালের জন্য সমস্ত ভারতীয় রেলওয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। আমাদের সকলেরই অভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে এবং জলের ব্যবহার কমিয়ে জল সংরক্ষণ করতে হবে। মা-এর জন্য একটি গাছ রোপণানোর অধীনে একটি গাছ লাগানো এবং তার যত্ন নেওয়া অপরিহার্য। রেলওয়ের খালি জমিতে ফসলের গাছ লাগানোর জন্য বিভাগগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কীটনাশকের ব্যবহারে বহুবিধ রোগব্যাবি দেখা দছে। এর পরিবর্তে প্রাকৃতিক চাষাবাদ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত, যেমনটি উত্তর প্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন।

আরও কাছে লাদাখ! ফোটু লা পাসে ৮২৪ কোটির নতুন সুডঙ্গ, সারা বছর চলবে কাশ্মীর-লেহ যোগাযোগ

নয়ািল্লি, ৫ জুন : ভারতের অন্যতম দুর্গম ও কৌলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল লাদাখকে দেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে আরও দ্রুত ও নিরাপদভাবে যুক্ত করতে বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র সরকার। হিমালয়ের দুর্গম পাহাড়ি পথে যাতায়াতের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানে এবার ফোটু লা পাসে নির্মিত হতে চলেছে একটি আত্যাধুনিক সুডঙ্গ। এই প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যেই ৮২৪.১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রকের উদ্যোগে শুরু হয়েছে তেঁদার প্রক্রিয়াও। দীর্ঘদিন ধরেই লাদাখে যাতায়াতের অন্যতম বড় বাধা ছিল প্রবল তুষারপাত ও প্রতিকূল আবহাওয়া। বছরের বেশ কয়েক মাস বরফে ঢেকে যায় গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ। ফলে সাধারণ মানুষ থেকে সেনাবাহিনী-সকলকেই ভোগান্তির শিকার হতে হয়। কিন্তু নতুন সুডঙ্গ



সড়কের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪,১০৮ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই অঞ্চল বছরের অধিকাংশ সময়ই তুষারপাতের কবলে থাকে। শীতকালে অনেক জায়গায় পাা থেকে দশ ফুট পর্যন্ত বরফ জমে যায়। ফলে যান চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে

পড়ে। বরফ সরিয়ে রাস্তা সচল করতে প্রশাসনের ব্যাপক সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। এই পরিস্থিতি বদলাতেই সুডঙ্গ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফোটু লা সুডঙ্গ তৈরি হলে বিপজ্জনক পাহাড়ি রাস্তা এড়িয়ে দ্রুত ও নিরাপদে যাতায়াত সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, দুর্ঘটনার ঝুঁকিও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে। বর্তমানে পাহাড়ের গা ঘেঁষে থাকা সরু রাস্তা এবং গভীর খাদ সংলগ্ন

অংশে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। নতুন সুডঙ্গ সেই ঝুঁকি অনেকটাই দূর করবে। এদিকে কেন্দ্রের আরেকটি পাস শ্রীনগর-কালিগ-লেহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প জোজিলা সুডঙ্গের



সড়কের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪,১০৮ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই অঞ্চল বছরের অধিকাংশ সময়ই তুষারপাতের কবলে থাকে। শীতকালে অনেক জায়গায় পাা থেকে দশ ফুট পর্যন্ত বরফ জমে যায়। ফলে যান চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে পড়ে। বরফ সরিয়ে রাস্তা সচল করতে প্রশাসনের ব্যাপক সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। এই পরিস্থিতি বদলাতেই সুডঙ্গ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফোটু লা সুডঙ্গ তৈরি হলে বিপজ্জনক পাহাড়ি রাস্তা এড়িয়ে দ্রুত ও নিরাপদে যাতায়াত সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, দুর্ঘটনার ঝুঁকিও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে। বর্তমানে পাহাড়ের গা ঘেঁষে থাকা সরু রাস্তা এবং গভীর খাদ সংলগ্ন

কাজও শেষ পর্যায়ে। সুত্রের খবর, আগামী ৯ জুন কেন্দ্রের সড়ক পরিবহনমন্ত্রী নীতিনা গডকডি জোজিলা সুডঙ্গের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে পারেন। যদিও পূর্ণাঙ্গভাবে যান চলাচলের জন্য এটি ২০২৮ সালে খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে। জোজিলা ও ফোটু লা-এই দুই সুডঙ্গ প্রকল্প মিলিয়ে মোট ব্যয় করা হয়েছে প্রায় ৭,০০০ কোটি টাকা। ভারতের পরিকাঠামো উন্নয়নের ইতিহাসে এটি অন্যতম বড় পাহাড়ি সংযোগ প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রকল্প দুটি সম্পূর্ণ হলে কাশ্মীর থেকে লাদাখে সারা বছর যোগাযোগে বজায় রাখা সম্ভব হবে। বর্তমানে ভারী তুষারপাতের কারণে শীতকালে বহু সময় লাদাখ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিভাগ
শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন অবস্থানে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
 সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রুম নং ৪৪, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাঁইজার বিল্ডিং, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ (অকশন পরিচালনাকারী অফিসরিক), শিয়ালদহ ডিভিশনের ১৩টি ব্যবস্থানে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য www.irps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। ১। অকশন ক্যাটালগ নং ১ পিএনইউ-এসডিএইচ-১১-২৬। অকশন শুরু ৪ ১১৬৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টায়। ফর্ম নং ও লট নং: স্টেশনের নাম ৪ (১) পিএনইউ-এসডিএইচ-এমজিএম-টিওআই-৫৪-২৫-২; ২: মুড়াগাড়া। (২) পিএনইউ-পিউডিএইচ-এইচটি-টিওআই-৭৮-২৫-২; হোট। (৩) পিএনইউ-এসডিএইচ-টিকেনএনআর-টিওআই-২-২৫-২; গুরুদনার। (৪) পিএনইউ-এসডিএইচ-এলসেলসিআর-টিওআই-৯৩-২৫-২; সূর্যপুর। (৫) পিএনইউ-এফডিএইচ-পিকএনআর-টিওআই-৪৫-২৬-১; পালপাড়া। (৬) পিএনইউ-এসডিএইচ-টিওআই-৭-৪০-২৬-১; ফুলিয়া। (৭) পিএনইউ-টিওআই-১৫৫-২৬-১; তাহেরপুর। (১০) পিএনইউ-এসডিএইচ-বিবিজিউ-এসডিএইচ-কেডিএইচ-টিওআই-৭৪-২৫-২; ঝড়দা। (৯) পিএনইউ-এসডিএইচ-টিওআই-৮৬-২৫-২; বিনয় বাবল পীনেশ বাগ। (১১) পিএনইউ-এসডিএইচ-এমআইজে-টিওআই-১৫৪-২৬-১; মাজদিয়া। (১২) পিএনইউ-এসডিএইচ-এমএকে-টিওআই-৯২-২৫-১; মল্লিকপুর। (১৩) পিএনইউ-এসডিএইচ-পিকউএস-টিওআই-৮৭-২৫-১; পার্ক সার্কাস। আরও বিশদে জানান জন্য সত্তব্য বিভাগদের আইআরপিএস ই-অকশন মডিউল দেখায় জন্য অনুগ্রহ করা হচ্ছে। (SDAH-69/2026-27) ওক্সার বিল্ডিং পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ir.dian.railways.gov.in/www.irps.gov.in-তে পাবেন।
আমাদের অঙ্গুরণ কল: 📞 @EasternRailway 📧 @easternrailwayheadquarter

